হয়ে আমার বিরুদ্ধে আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে মিথ্যা অভিযোগ এনে রাষ্ট্রপক্ষ সচেতনভাবেই একটি বুদ্ধিবৃত্তিক অসৎ এবং অন্যায় কাজ করেছেন, যা রাজনৈতিক হিংসা চরিতার্থ করার একটি জঘন্য অপকৌশল।

রায় শোনার পরে ট্রাইব্যুনালে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা 'আল্লাহু আকবার' বলে দাঁড়িয়ে পড়েন ও বলেন, "আমি এই রায় মানি না। এ রায় অন্যায় হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে সে সময় আমি ঢাকায় ছিলাম না। আমি মহান আল্লাহ তায়ালা ও বিশ্ব মানবতার কাছে বিচার দিচ্ছি।" তিনি আরো বলেন, "আমি পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে বলছি এ ঘটনার সাথে আমি যুক্ত নই। যে সমস্ত অভিযোগে আমাকে সাজা ও খালাস দেয়া হয়েছে তার কোনটার সাথে আমার দূরতম সম্পর্কও নেই। আমি কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে এই বিচারকদের বিরুদ্ধে মামলা করবো। তখন তাদের মুখে কথা বলার কোনো শক্তি থাকবে না। সেদিন এদের হাত পা কথা বলবে।"

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিচার

১৯৭৩ সালের কালো আইন, যে আইন তৈরি করা হয়েছিল পাকিস্তানী ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীর বিচারের জন্য, ডিজিটাল কারচুপির মাধ্যমে মহাজোট সরকার ২০০৮ সালে ক্ষমতায় এসে সেই আইন সংশোধন করে বিরোধী দলকে দমন করার জন্য বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকার যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনের হাতিয়ার হিসেবেই গ্রহণ করেছে। এ আইন ও বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে দেশী-বিদেশী আইন বিশেষজ্ঞ, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও মানবাধিকার সংগঠন প্রশ্ন তুলেছেন। তারা আইন সংশোধন ও বিচার কার্যক্রম নিয়ে নানা সুপারিশমালা প্রনয়ন করলেও সরকার তার প্রতি কর্ণপাত না করে জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে হত্যার জন্য এই প্রশ্নবিদ্ধ বিচার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

যুদ্ধাপরাধের বিচারের উদ্যোগ মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান নিয়েছিলেন। তদন্ত করে যুদ্ধাপরাধীদের ১৯৫ জনের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। তালিকাভূক্ত সবাই ছিলেন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অফিসার। কোনো বেসামরিক নাগরিকের নাম ঐ তালিকায় ছিল না। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত ১৯৭৩ সালের আইনেও বেসামরিক নাগরিককে বিচারের বাইরে রাখা হয়েছিল। বেসামরিক নাগরিকদের মধ্যে যারা পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল তাদের বিচারের জন্য দালাল আইন করা হয়। এই আইনে লক্ষাধিক লোককে গ্রেফতার করা হয়। ৩৭ হাজার ৪শ ৭১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। ২ হাজার ৮শ ৪৮ জনকে বিচারে সোপর্দ করা হয়। বিচারে ৭শ ৫২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়।

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাসহ আজকে জামায়াতে ইসলামীর যেসব নেতৃবৃন্দকে তথাকথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মিথ্যা অভিযোগে দণ্ড দেয়া হয়েছে তারা কেউই সেই তদন্ত কমিশনের করা চূড়ান্ত তালিকায় ছিলেন না। তাদের বিরুদ্ধে সারা দেশের কোন থানায় মামলা দায়ের তো দূরের কথা একটি সাধারণ ডায়েরিও ছিল না। উপরন্তু ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ৫ বছর শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় থাকার পরও জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ অথবা মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ উত্থাপন করেননি। শুধুমাত্র হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এখন বিচারের নামে জামায়াতকে নেতৃত্ব শূন্য করার অপচেষ্টা চলছে।

দেশের বিশিষ্টজনদের নিন্দা

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ও কাজী ফিরোজ রশিদ

মহাজোট সরকারের অন্যতম শরিক জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী ফিরোজ রশিদ এক টকশোতে বলেন, সাক্ষীর মাঝে যদি দুর্বলতা থাকে তাহলে ৪২ বছরের আগের একটা মামলাকে সামনে এনে শুধু আপনি গায়ের জোরে কি কাউকে ফাঁসি দিতে পারবেন? আব্দুল কাদের মোল্লার রায় পরবর্তী দিগন্ত টেলিভিশনে বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর উপস্থাপনায় টকশো 'সবার উপর দেশ' এ তিনি এ কথা বলেন। সেই টকশোতে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেন, এখন যে মামলাটা সুপ্রিম কোর্টে আসছে, যেটা লেখালেখি হয়ে গেছে কারো বাবার সাধ্য আছে যে, এই মামলায় কাদের মোল্লাকে ফাঁসি দেয়? কাদের সিদ্দিকী বলেন, আর আপিল করলেও তার এই মামলায় সাজা বাড়িয়ে দেয়ার কোনো উপায় নেই। কাজী রশিদ বলেন, জাজ সাহেব লিখে দিয়েছেন এই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই পেলাম না। সুপ্রিম কোর্ট নতুন করে এই মামলায় তাঁর সম্পর্কে নতুন করে কিছু পাবে এটা আমি আশা করি না।

এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন

সুপ্রিমকোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন ২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, আব্দুল কাদের মোল্লার ওপর ন্যায়বিচার করা হয়নি। তিনি ন্যায়বিচার পাননি। আমরা আশা করি কারা কর্তৃপক্ষ পূর্ণাঙ্গ রায় না পেয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ

জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ বলেন, আমরা মনে করি, সরকার তাদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই এই মামলা (আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে) দায়ের করেছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই এবং তার সাথে সাথে দাবি করছি যে, সংবিধানের ১০৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনাব আব্দুল কাদের মোল্লার পক্ষে রিভিউ পিটিশন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁর ফাঁসির আদেশ যেন কার্যকর না করা হয়।

ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার প্রধান আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক ২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, কাদের মোল্লা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। একজন সাক্ষীর ওপর নির্ভর করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। যে সাক্ষী তিন জায়গায় তিন ধরনের কথা বলেছেন। এ ধরনের সাক্ষের ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান আইনের শাসনের পরিপন্থী।

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী

গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, কাদের মোল্লার ব্যাপারটা- কাদের মোল্লা সে যেটা বলছে যে, ১৯৭২-১৯৭৪ যখন আপনাদের যৌবন সে সময় সে শহীদুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র। শেখ সাহেবের আমলে একটা কসাই কাদের মোল্লা কি করে আবাসিক ছাত্র হয়, কি করে ভাইস প্রিন্সিপাল হয়? প্রথমে সে (কাদের মোল্লা) বলেছে ছাত্র ইউনিয়ন করতো। প্রসিকিউশনের মিনিমাম দায়িত্ব ছিল নাহিদ এবং মতিয়াকে এনে জিজ্ঞেস করা